বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

৬৮/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

তথ্য অধিকার আইনের বিধি ৬ অনুযায়ী স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত

খসড়া নির্দেশিকা

১. প্রারম্ভিক

মহান বিজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০১ জানুয়ারী ১৯৭২-এ এক বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে তদানীন্তন "এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান" (এপিপি)-এর ঢাকা অফিসকে বাংলাদেশের জাতীয় বার্তা সংস্থা হিসেবে রূপান্তরিত করে "বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা" (বাসস) প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৭৯ সালের ৩১শে মার্চ এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে (অর্ডিন্যান্স ঢঢ/৭৯) বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-কে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বিধিবদ্ধ 'বডি কর্পোরেট' সংস্থা হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করে। এ অধ্যাদেশে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে একটি জাতীয় বার্তা সংস্থা হিসেবে আন্তর্জাতিক এবং দেশের অভ্যন্তর থেকে সকল ধরনের সংবাদ সংগ্রহ এবং যথাযথভাবে সম্পাদনা করে সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যমকে সরবরাহ করার অধিকার প্রদান করে।

সংস্থার পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং এর প্রশাসন একটি ১১- সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক সংস্থার প্রধান নির্বাহী হিসেবে সংস্থার সংবাদ আদান-প্রদান ছাড়াও এর প্রশাসন এবং তহবিল নিয়ন্ত্রণসহ সকল কাজের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করে থাকেন।

১১-সদস্য বিশিষ্ট এই পরিচালনা বোর্ডে রয়েছেন ১ জন চেয়ারম্যান, বাসস-এর পাঁচজন গ্রাহক দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক (যার মধ্যে ঢাকা থেকে কমপক্ষে ৩ জন হতে হবে), সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পদাধিকারবলে), তথ্য, অর্থ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ৩ জন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা (যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়) এবং সংস্থার কর্মচারীদের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ১জন সদস্য।

২. প্রতিষ্ঠানের আইনগত ভিত্তিঃ

ক) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ : জাতীয় সংসদ

খ) অনুমোদনের তারিখ : জানুয়ারি ১, ১৯৭২

গ) নীতি বাস্তবায়নের তারিখ: মার্চ ৩১, ১৯৭৯

৩. আভ্যন্তরীন বিধিমালা

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) যেসব বিধিমালা অনুসরণ করে তা হলো-

ক) ১৯৭৯ অধ্যাদেশ

খ) বাসস চাকুরী বিধিমালা

গ) ওয়েজবোর্ড

ঘ) ২০০৬ সালের শ্রম আইন

৪. নির্দেশিকা প্রণয়ণের প্রাসঙ্গিকতা বা যৌক্তিকতা :

শাসন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গণমাধ্যমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মূলধারা গণমাধ্যমের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ও কার্যাবলীর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত নির্দেশিকা তৈরি করা প্রয়োজনীয় বলে সংস্থা মনে করে।

৪.ক. শিরোনামঃ

এই নির্দেশিকার শিরোনাম হবে "স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ২০১২"।

৫. কার্যক্রম :

বাসস অধ্যাদেশ ১৯৭৯' অনুযায়ী সংস্থার কার্যক্রম সমূহ পরিচালিত হয়। বাসস তার কার্যক্রম বাস্তবায়নে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা এবং সারা দেশ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ ও প্রস্তুত করে জাতীয় ও

আঞ্চলিক সংবাদপত্র, বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতার সহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সরবরাহ করে থাকে। এছাড়াও প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, পিআইডিসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহে সংবাদ সরবরাহ করে থাকে।

একইসাথে বাসস তার কর্মকান্ড দেশের অভ্যন্তর থেকে রয়টার্স, পিটিআই, আনতারা, পিপিএ, এএফপি এবং সিনহুয়াসহ বিভিন্ন এজেন্সীর মাধ্যমে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

এই কার্যক্রমের বিশেষ অংশ বাসস সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। ওয়েবসাইট: http://www.bssnews.net পরিদর্শন করে আগ্রহী ব্যক্তিসমূহ বাসস পরিবেশিত বাসস পরিবেশিত খবর সমূহের অংশ বিশেষ পড়তে এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবেন।

৬. সাংগঠনিক তথ্য :

৬.ক সাংগঠনিক কাঠামো: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ১৫৭ ও শর্ত স্বরূপ ৯টি পদের অবসর, পদত্যাগ, মৃত্যুবরণ ইত্যাদি কারণে কমে গেলে উক্ত পদ আপনা আপনি বিলুপ্ত হবে শর্তানুযায়ী ১জন ড্রাইভার অবসর গ্রহণ করায় বর্তমানে অনুমোদিত মোট পদ ১৬৫টি।

এ নির্দেশিকা অনুযায়ী বাসস-এর জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো জনস্বার্থে বাসস'র ওয়েবসাইটে উপস্থাপন করা হবে।

৬.খ কর্মকর্তাদের নাম ও যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্য: বাসস'র সাংবাদিক ও কর্মকর্তাদের মধ্যে নাম ও যোগাযোগের তথ্য বাসস'র ওয়েবসাইটে বাংলা এবং ইংরেজিতে প্রকাশ করা হবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য http://www.bssnews.net/contact.php ভিজিট করুন।

৭. কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য :

৭.ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া: সভার নোটিশ ও এজেন্ডা, সভার কার্যবিবরণী, গৃহিত কার্যক্রম এবং বাসস'র পরিচালনা বোর্ডের সভায় বাসস কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত ছড়ান্ত করে। এ সংক্রান্ত তথ্য সংস্থার ওয়েবসাইট ও বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রকাশ করা হবে।

৭.খ কর্মপরিকল্পনা : বাসস যেহেতু একটি জাতীয় বার্তা সংস্থা তাই এটি জাতীর স্বার্থে এবং দেশের উন্নয়নের জন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমকে প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। এছাড়াও বিভিন্ন সময় অনুসন্ধানী সংবাদ পরিবেশন করে। তাই এই সংস্থা মনে করে যে এর কর্মপদ্ধতি ও কর্মপরিকল্পনা জনস্বার্থে প্রকাশের প্রয়োজন নেই।

৭.গ নীতিমালা : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) পরিচালনার অধ্যাদেশ, বিধি-বিধান ও নির্দেশিকা নীতিমালা সমূহ জনগণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হবে।

৭.ঘ কার্যক্রম : বাসস একটি বার্তা সংস্থা। প্রতিবেদন, ফিচার, প্রকল্পের অধীনে পুস্তক প্রকাশসহ বার্তা আদান- প্রদানই এর মূল কার্যক্রম। তবে এর বাইরেও বাসস যেসব প্রকল্প ও কর্মকান্ড পরিচালনা করে সেসব কার্যক্রমের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

৭.ঙ কর্মপদ্ধতি: বাসস সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের জন্য ঢাকা ও দেশের প্রত্যেক জেলায় দায়িত্বরত সংবাদদাতাগণ এ্যাসাইনমেন্ট, অনুষ্ঠান, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ঘটনাস্থল পরিদর্শন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার প্রতিদিনকার খবর সংগ্রহ করে। বাসস'র সেবাসমূহ জানতে ভিজিট করুন: http://www.bssnews.net/citizencharter.php

৭.চ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা : বাসস'র নিয়মিত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, আলোচনা ও মতামতের মাধ্যমে পর্যালোচনা ও মানোন্নয়ন করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাসস'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

৭.চ অন্যান্য কৌশল, সংস্থায় ব্যবহৃত দলিল ও উপাত্ত : বাসস'র সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের জন্য সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, অফিসিয়াল ডকুমেন্ট, অফিসিয়াল সুত্র, বিবৃতি ইত্যাদি ব্যবহার করে। এসব সুত্র ছাড়া অন্যান্য যেসব সুত্র থেকে খবর সংগ্রহ করে তা প্রকাশের প্রয়োজন নেই ।

৮. জনসেবা সংক্রান্ত তথ্য: বাসস অনলাইনে সাম্প্রতিক ও নিয়মিত পরিবেশন করে দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে থাকে।

৯. আর্থিক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য : বাসস প্রতিবছর আর্থিক হিসাব-নিকাশ পর্যালোচনার জন্য একটি অডিট টিম নিযুক্ত করে এবং অডিট রিপোর্ট তৈরি করে। এ নির্দেশিকা অনুযায়ী বাসস'র বার্ষিক প্রতিবেদনে তা প্রকাশ করা হবে।

১০: পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন: বাসস বাংলাদেশ সরকারের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন (পিপিআর) অনুসরণ করে।

১১. প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য : বাসস নিয়মিত সংবাদ সরবরাহ ছাড়াও বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রকাশনা তৈরি করে। এসব প্রকাশনার তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

১২. তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্য : বাসস তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্য সমূহ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করবে।

১২.ক এই নির্দেশিকা বাস্তবায়নে বাসস কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার নিয়মাবলী, আবেদন করার জন্য নির্ধারিত (তথ্য কমিশন থেকে প্রস্তুতকৃত) নমুনা ফরম, যথা সময়ে তথ্য পাওয়া না গেলে আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করার নিয়ম ও আপীল ফরম ইত্যাদি তথ্য সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

১২.খ বাসস'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হলেন সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক কর্তক মনোনীত ব্যক্তি। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাসস সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তথ্যসমূহ (ধারা ৬) আবেদনকারীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদান করবেন। এ কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

সংস্থার আপীল কর্তৃপক্ষ হলেন সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে না পেলে আইনের ধারা ৯ অনুযায়ী আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আপীল করতে পারবেন। একারণে জনগণের যোগাযোগের সহজলভ্যতার প্রয়োজনে আপীল কর্তৃপক্ষের বিস্তারিত যোগাযোগসমূহ সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

১২.গ দেশের যে সকল নাগরিক তথ্য চেয়ে বাসস'র কাছে আবেদন করে থাকেন তাদের যোগাযোগের তথ্য, আবেদনকৃত তথ্যের বিষয়বস্ত, আবেদনের তারিখ ও তথ্য প্রদানের তারিখসমূহ , তথ্য প্রদানে অপারগতা এবং আপীল ও আপীল নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হবে।

১৩. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ৬ অনুযায়ী বাসস কর্তৃপক্ষ সকল তথ্য জনগণের অবগতির জন্য বাসসর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

১৪. তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ অনুযায়ী বাসস কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্র, জনগণ, সংস্থা ও সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে বা কারো বিশেষ সুবিধার কারণ হতে পারে এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করবে না।

****